স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য

তথ্য পুস্তিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং এবং র‍্যাগিং এর মত সামাজিক অপরাধসূমহ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং অবসানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০২ মে, ২০২৩ তারিখ একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে ।

যার শিরোনামঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং এবং র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৩। যা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে ।

নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহঃ

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং এবং র‍্যাগিং এর ব্যাখ্যা প্রদান ।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং কার্যপরিধি ।

৩। বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কর্মকর্তা /কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের করণীয় ।

৪। গৃহীত ব্যবস্থা ।

৫। বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিস্পত্তি পদ্ধতি ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থল থেকে যৌন হয়রানি প্রতিকারে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট ১৪ মে, ২০০৯ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করেন ।

এই নির্দেশাবলি বা রায় পালন করা সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাধ্যতামূলক । এগুলো প্রয়োগের লক্ষ্যে পদক্ষেপ না নিলে তা আদালত অবমাননার শামিল হিসেবে গণ্য হবে ।

এগুলো যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও শাস্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ব্যবস্থা মাত্র । প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে এই নির্দেশাবলিকে বিস্তৃত করতে হবে ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের দায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের । কোন ঘটনা ঘটলে তার শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়ার দায়ও কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে ।

শিশু

শিশু কারা?

১৮ বছরের নিচে সকল মানব সন্তানই শিশু।

(জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯)

বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।

(শিশু আইন ২০১৩)

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

শিশু অধিকার সনদ একটি আন্তর্জাতিক দলিল। পৃথিবীর সকল দেশের শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শিশু অধিকার সনদ কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টেম্বর শিশু অধিকার সনদ পার্লামেন্টে অনুমোদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার বৃদ্ধি করেছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা শিশু অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে ।

শিশু অধিকার সনদের মোট অনুচ্ছেদ ৫৪টি

৫টি ভাগে মোট ৫৪টি অনুচ্ছেদ ভাগ করা হয়েছে

শিশু সুরক্ষা

যে কোন ধরনের হয়রানিমূলক আচরণ বা কর্মকাণ্ড- যেমনঃ যৌন হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, সহিংসতা, উৎপীড়ন, অপমান, বৈষম্য, অবহেলা ও শোষণ থেকে সকল শিশুকে রক্ষা করা এবং সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ কি?

১৮ বছরের নিচে মেয়েদের এবং ২১ বছরের নিচে ছেলেদের বিয়েকে বাল্যবিয়ে বলে ।

(বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭)

বাল্যবিয়ে হলে কি ক্ষতি হয়?

- শারীরিক ক্ষতি
- মানসিক ক্ষতি
- শিক্ষা এবং পেশাগত জীবনের ক্ষতি

কীভাবে আমরা বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করতে পারি?

- পাঠ্য বইয়ে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা
- বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সবাইকে জানানো/ সচেতন করা
- স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা

যৌন হয়রানি

যৌন হয়রানি কি?

যৌন হয়রানি হচ্ছে সেই ধরনের অনাকাঙ্খিত ও অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ড বা আচরণ, যা মানুষের যৌনতাকে উদ্দেশ্য করে মানসিক বা শারীরিকভাবে করা হয়।

এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, শারীরিক, মৌখিক, খারাপ অঙ্গভঙ্গি বা লিখিত হতে পারে।

যৌন হয়রানির প্রকারভেদ

শারীরিক যৌন নির্যাতন

সাইবার যৌন নির্যাতন

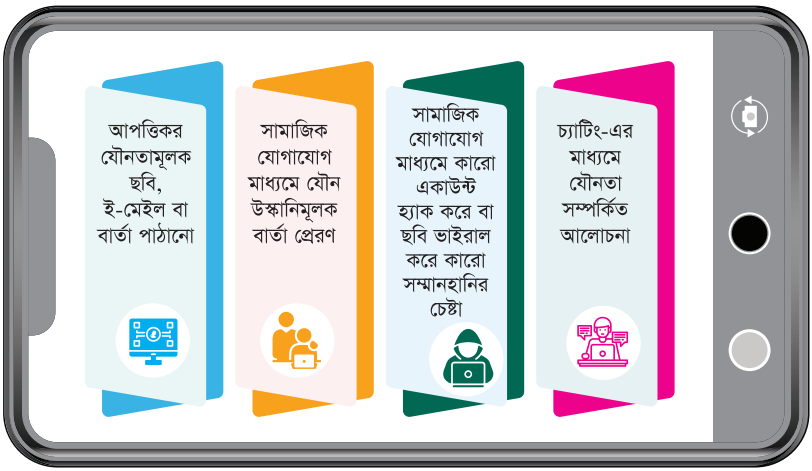

মৌখিক যৌন নির্যাতন

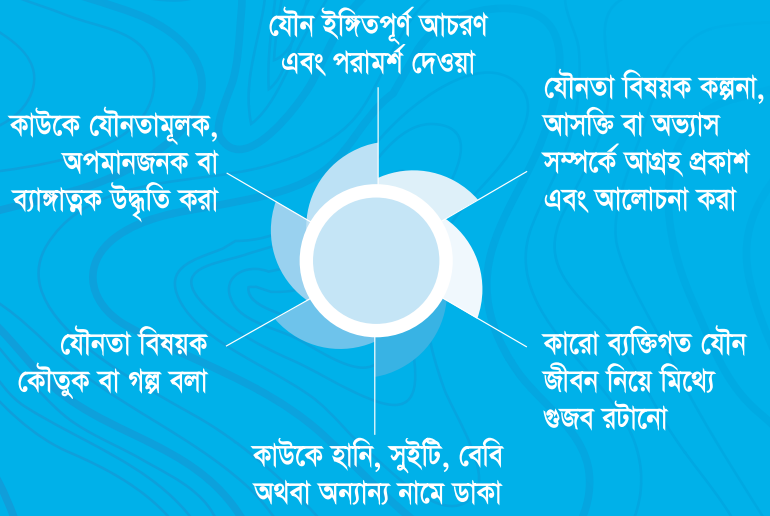

অমৌখিক/ খারাপ অঙ্গভঙ্গি

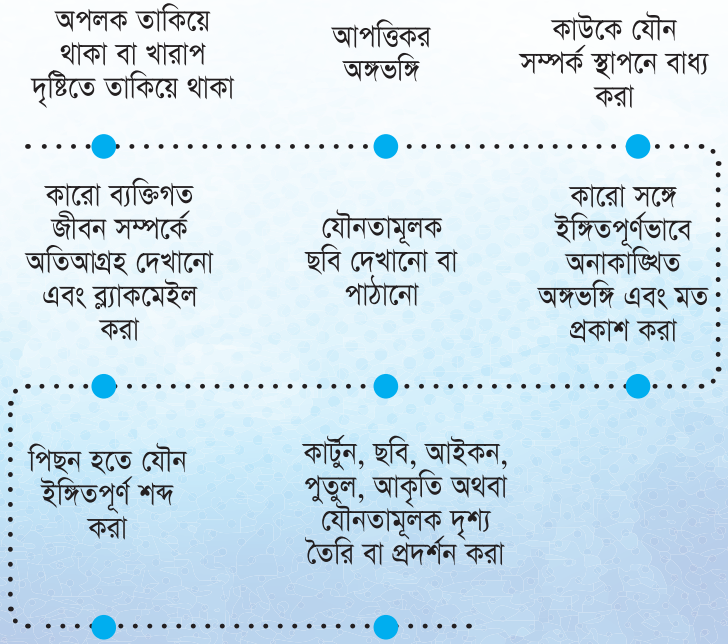

আমাদের করণীয়

অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখবো

কোচিং বা স্কুলে কোন শিক্ষার্থী একা থাকলে রুমের দরজা খোলা রাখবো

শিক্ষার্থীরা স্কুলে না এলে তার বাসায় জানাবো

শিক্ষার্থীকে ইন্টারনেটকে শিক্ষণীয় কাজে লাগাতে উৎসাহিত করবো

কোন শিক্ষার্থী ফোন করে সাহায্য চাইলে তাকে তৎক্ষণাৎ সহায়তা করার জন্য ব্যবস্থা নিবো

শিক্ষার্থীর মধ্যে স্ট্রেসের লক্ষণ দেখা দিলে তার সাথে কথা বলবো এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিবো

কোনো শিক্ষার্থী বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবো । দোষ না দিয়ে আগে তার কথা শুনবো এবং যাচাইবাচাই করে ব্যবস্থা নিবো এবং সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেবো

কোনো ঘটনা ঘটলে তদন্ত ও সিদ্ধান্তের জন্য স্কুল যৌন হয়রানি কমিটি বা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করবো

কোনো শিক্ষার্থী ঘটনা শেয়ার করলে গোপনীয়তা বজায় রাখব এবং শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা বা যৌন হয়রানি কমিটির সাথে আলোচনা করবো

আমাদের বর্জনীয়

শিক্ষার্থীর সাথে দুর্ব্যবহার করবো না

শিক্ষার্থীকে দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করাবো না

শিক্ষার্থীকে বাকি শিক্ষার্থীর সামনে ছোট করবো না

শিক্ষার্থীকে কোনো অপরাধ চেপে লুকিয়ে রাখতে উৎসাহিত করবো না

কোনো শিক্ষার্থীর কোনো সমস্যা থাকলে, তা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা যাবেনা

স্কুলের ভেতর এবং বাহিরে দরজা বন্ধ কক্ষে কোন শিক্ষার্থীর সাথে দেখা করা যাবে না

কোনো যৌন হয়রানীর ঘটনা ঘটে থাকলে সবার সামনে আলোচনা না করে যথাযথ ব্যবস্থা নিব। ঘটনায় নিজে ব্যবস্থা না নিয়ে, সাথে সাথে স্কুল কমিটিকে জানাবো

ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করা থেকে বাকিদের বিরত রাখার চেষ্টা করবো

শিক্ষার্থীদের আইন নিজেদের হাতে তুলে না নিতে উৎসাহিত করবো

শিশু অধিকার লঙ্ঘিত এবং যৌন নির্যাতন হলে কখন রিপোর্ট করব

কোথায় রিপোর্ট করব?

সামগ্রিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা (Whole School Approach) এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সাথে যারা জড়িত যেমন- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্কুলের কর্মচারী, স্কুল পরিচালনা কমিটি, অভিভাবক, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং এলাকার ব্যক্তিবর্গ একত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ এবং উপযোগী শেখার পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করে। ব্র্যাক ও এর ৪টি সহযোগী সংস্থা (নাগরিক উদ্যোগ, নারীপক্ষ, আরএইচস্টেপ, ঋতু হেলথ এন্ড ওয়েলবিয়িং ফাউন্ডেশন) অধিকার এখানে, এখনই প্রকল্পের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)-র তত্ত্বাবধানে দেশের ৬৬ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামগ্রিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। এই কাজের অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেন বুলিং, র‍্যাগিং, যৌন নির্যাতন বা বাল্যবিয়ের মতো ক্ষতিকর বিষয় থেকে নিরাপদ থাকে- সেজন্য সচেতনতা বাড়াতে এই সহায়িকাটি তৈরি করা হয়েছে।

দাবিত্যাগঃ এই সহায়িকাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। অধিকার এখানে, এখনই প্রকল্প থেকে সহায়িকাটি পুনঃমুদ্রণ করা হয়েছে।